Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue:77
January-March, 2024

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-04.15
Published: 2024-06.05

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i77.268

The Practice of *Ihsan* in Building a Peaceful Society A Review in the Light of Islam

Abdus Sabur Matubber*

Abstract

The highest peak of morality and aesthetics of human life is 'Ihsan'. It is quite evident from the different statements in the Qur'an and Hadith (Prophetic Traditions) that Allah loves His 'Muhsin' servants, i.e. those who do good. If we look at the practical meaning of Ihsan, it can be comprehended that the essence of Ihsan is to treat others with the highest good behavior as the best creation and to perform a task as perfectly as possible. So the significance of Ihsan at every level of society is easily conceivable. Scrupulously considering this issue, the current article has portrayed the multi-dimensional practices of Ihsan in building a peaceful society. Following descriptive and analytical methods and specially in the light of Islamic directives, this write-up has endeavored to shed light on the areas of Ihsan towards different sections of the society, starting from individuals. It is quite evident from the article that there is no alternative to the practice of Ihsan prescribed by Islam in building a peaceful society.

Keywords : Islam, Ihsan, Individual, Family, Society.

শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে ইহসান-এর চর্চা : ইসলামের আলোকে একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

মানবজীবনের নৈতিকতা ও নান্দনিকতার সর্বোচ্চ চূড়া হলো 'ইহসান'। কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর 'মুহসিন' বান্দা তথা ইহসানকারীদের পছন্দ করেন। ইহসানের ব্যবহারিক অর্থের দিকে খেয়াল করলে বোঝা যায়, সর্বোত্তম সৃষ্টি হিসেবে অন্যের প্রতি সর্বোচ্চ ভালো আচরণ এবং কোনো কাজ যথাসম্ভব নিখুঁতভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্য সচেষ্ট থাকাই ইহসানের মূল মর্ম। সুতরাং সমাজের প্রতিটি স্তরে ইহসানের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সহজেই অনুমেয়। এ বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য প্রবন্ধে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে ইহসান- এর বহুমাত্রিক চর্চা সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধে বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামী নির্দেশনার আলোকে ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির প্রতি ইহসানের ক্ষেত্রগুলো তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট যে, শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে ইসলাম নির্দেশিত ইহসান চর্চার কোনো বিকল্প নেই।

মূলশব্দ : ইসলাম, ইহসান, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ

* Abdus Sabur Matubber is a Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Bangladesh Islami University. Email: saburmatubber@gmail.com

ভূমিকা

আল্লাহ তাআলা সকল সৃষ্টির মাঝে মানুষকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। শুধু অবয়বই সুন্দর করেননি বরং অন্য সকল সৃষ্টির উপর মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা দিয়েছেন। সর্বোত্তম অবয়ব, শ্রেষ্ঠত্ব - এসব কিছুর পূর্ণতা আসে ইহসানের মাধ্যমে। কেননা ইহসান হলো ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিকতার সুন্দরতম প্রকাশ। ইহসানের গুণাবলি যার মধ্যে যত বেশি তার আমল তত সুন্দর। আর আল্লাহর কাছে ব্যক্তির আমলই ধর্তব্য। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মুহসিন (ইহসানকারী) বান্দাদেরকে পছন্দ করেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেহেতু ইহসান-এর মাধ্যমেই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে সেহেতু সমাজের যেখানে ইহসানের চর্চা রয়েছে সেখানে জান্নাতি পরিবেশ বিরাজ করে। পক্ষান্তরে যেখানে ইহসান নেই সেখানে ভালোবাসা, সহমর্মিতা, শ্রদ্ধা ও সম্মানের পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষের প্রতিযোগিতা চলে। ইহসান চর্চা কিভাবে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়তা করতে পারে– সে বিষয়ে আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এ প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

ইহসান (إِحْسَان) -এর পরিচয়

আরবী 'ইহসান' (إحسان) শব্দের মূলে রয়েছে ح - س - ن বর্ণত্রয়। উক্ত বর্ণত্রয় থেকে উৎকলিত অর্থ সম্পর্কে ভাষাবিদ ইবনু ফারিস (মৃ. ৩৯৫ হি.) বলেন,

فالحسن ضد القبح يقال رجل حسن و امرأة حسناء وحسانة قال:

حسن হচ্ছে অসৌন্দর্যের বিপরীত। বলা হয়:رجل حسن অর্থাৎ, সুন্দর লোক। امرأة حسناء وحسانة অর্থাৎ, সুন্দরী মহিলা। কবি[১] বলেন,

دار الفتاة التي كنا نقول لها * يا ظبية عطلا حُسّانةَ الجِيدِ

'এতো সেই রমণীর আবাস যাকে আমরা ডাকতাম, 'ওহে সজ্জাহীনা সুন্দর ঘাড়ওয়ালী হরিণী' (Ibn Fāris 1979, 2: 57-58)

আরবীতে বাহ্যিক (الحسي) ও অভ্যন্তরীণ (المعنوي) সৌন্দর্য বোঝাতেও حسن শব্দ ব্যবহৃত হয় (al-Tijkānī 1990, 21)

আল্লামা রাগিব রহ. (মৃ. ৫০২হি.) 'ইহসান' এর দুইটি মৌলিক অর্থ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন,

১. তিনি হচ্ছেন শাম্মাখ ইবনু যিরার আল-যুবয়ানি (الشماخ بن ضرار)। তিনি জাহেলী ও ইসলামী-উভয় যুগই পেয়েছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইবনু হাজার রহ. তাঁর 'আল-ইসাবাহ' গ্রন্থে কবির আলোচনা উল্লেখ করেছেন।

والاحسان يقال على وجهين أحدهما الانعام على الغير يقال أحسن إلى فلان، والثانى إحسان في فعله وذلك إذا علم علما حسنا أو عمل عملا حسنا ...

ইহসানের ব্যাপারে দুইটি বক্তব্য পাওয়া যায়। একটি হলো: কাউকে অনুগ্রহ করা বা পুরস্কৃত করা। অপরটি হলো: সুন্দরভাবে কাজ-কর্ম করা। এটা বলা হয় যখন ব্যক্তি কোনো ভালো কিছু শেখে অথবা ভালো কোনো কাজ করে (al-Rāghib 1412H, 236)।

আল্লামা রাগেব রহ. আরো বলেন,

والاحسان أن يعطى أكثر مما عليه ويأخذ أقل مما له

ইহসান হলো: ব্যক্তির নিজের ওপর যতটুকু দায় রয়েছে তার থেকে অতিরিক্ত প্রদান করা এবং গ্রহণের সময় তার প্রাপ্যের চাইতে কম গ্রহণ করা (Ibid)।

উপরের এই কথাটি মূলত 'ইনআম' এর স্বরূপ। এ কারণে অনেকে 'ইনআম'কে (الإنعام) ইহসানের সমার্থক মনে করেন। তবে উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন ইবনে মানযুর উল্লেখ করেন,

والفرق بين الإحسان والإنعام أَن الإحسانَ يكون لنفسِ الإنسان ولغيره ...و الإنعامُ لا يكون إلا لغيره

ইহসান ও ইনআমের মধ্যে পার্থক্য হলো: ইহসান নিজের জন্য ও অপরের জন্য প্রযোজ্য হয়।...আর ইনআম শুধু অন্যের জন্যই হয়ে থাকে। (Ibn Manẓūr ND, 13:114)

পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে যে, কুরআন ও হাদীসে উপরিউক্ত দুটি অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

আল কুরআনে 'ইহসান' শব্দের ব্যবহার

আল কুরআনে 'ইহসান' (إِحْسَان) শব্দ **১১**টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলোর মধ্য হতে কিছু আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ... ﴾

তালাক দু'বার। অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে (al-Qur'ān, 2:229)।

অন্যত্র উল্লেখ হয়েছে,

﴿وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا... ﴾

'আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে'(al-Qur'ān,4:36)।

আরো উল্লেখ হয়েছে,

﴿وَ السّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ﴾

আর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে অনুসরণ করেছে সুন্দরভাবে...'(al-Qur'ān, 9:100)।

এটা স্পষ্ট যে, উপরিউক্ত প্রথম দুই আয়াতে ইহসান দ্বারা অন্যের প্রতি অনুগ্রহ বা সদাচরণ করাকে বোঝানো হয়েছে। শেষের আয়াতে সঠিক ও সুন্দরভাবে অনুসরণের কথা বোঝানো হয়েছে।

হাদীসে ইহসান শব্দের ব্যবহার

আল্লাহর রাসূল ﷺ এর হাদীসেও 'ইহসান' শব্দটি সরাসরি বেশ কয়েকস্থানে উল্লেখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে প্রচলিত বর্ণনাটি 'হাদীসে জিবরীল' নামে পরিচিত। হাদীসটির প্রসিদ্ধ ভাষ্য নিম্নরূপ:

قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك...

তিনি (জিবরীল আ.) জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন। তিনি (আল্লাহর রাসূল ﷺ) জবাব দিলেন, 'আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেনো আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। আপনি যদি তাঁকে নাও দেখেন, তিনি তো আপনাকে দেখছেন'... (Muslim 2015, 9)।

এর আরো দুটি ভিন্ন বর্ণনা (variation) পাওয়া যায়। একটি হলো,

أن تخشى الله كأنك تراه فإن كنت لا تراه فإنه يراك...

'আপনি এমনভাবে আল্লাহকে ভয় করবেন যেনো আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। আপনি যদি তাঁকে নাও দেখেন, তিনি তো আপনাকে দেখছেন'...(al-Ṭayālisī 1419H, 21)

অপরটি হলো,

أن تعمل لله كأنك تراه , فإن لم تكن تراه , فإنه يراك...

'আপনি এমনভাবে আল্লাহর জন্য আমল করবেন যেনো আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন। আপনি যদি তাঁকে নাও দেখেন, তিনি তো আপনাকে দেখছেন'... (Ibn Baṭṭah 1415H, 827)

আল্লাহর ইবাদত করা, তাঁকে ভয় করা কিংবা তাঁর জন্যই আমল করা- এর সবগুলোই কাছাকাছি অর্থবোধক এবং পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সবগুলোর মধ্যেই সুন্দরভাবে ও সুচারুরূপে কাজ আঞ্জাম দেয়ার অর্থ বিদ্যমান।

অন্য হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئا، قالت: ما رأيت منك خيرا قط

আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়। (আমি দেখি), তার অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী; কারণ তারা কুফরী করে। জিজ্ঞাসা করা হল, তারা কি আল্লাহর সঙ্গে কুফরী করে? তিনি ﷺ বললেনঃ তারা স্বামীর অবাধ্য হয় এবং 'ইহসান' অস্বীকার করে। তুমি যদি দীর্ঘকাল তাদের কারো প্রতি ইহসান করতে থাক, এরপর সে তোমার সামান্য অবহেলা দেখলেই বলে, আমি কখনো তোমার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার পাইনি।(al-Bukhārī 2015, 29)

এটা স্পষ্ট যে, উপরিউক্ত হাদীসে ইহসান বলতে অন্যের প্রতি অনুগ্রহ বা সদাচরণ করাকে বোঝানো হয়েছে। উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসের বাইরেও 'ইহসান' (إِحْسَان)এর বিভিন্ন ক্রিয়ারূপ[২] কুরআন-সুন্নাহতে ব্যবহৃত হয়েছে যেগুলোর

২. যেমন, إِحْسَان ক্রিয়ামূল থেকে উৎকলিত অতীতবাচক ক্রিয়ারূপ : اَلَّذِیْٓ اَحْسَنَ كُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ: অর্থ: যিনি তাঁর প্রতিটি সৃষ্টিকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন... (al-Qur'ān, 32:7)
আদেশসূচক ক্রিয়ারূপ: وَ اَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَیْكَ: অর্থ: তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও সেরূপ অনুগ্রহ কর... (al-Qur'ān, 28:77)

বেশিরভাগই প্রবন্ধে উল্লেখিত 'ইহসান' এর দুটি মৌলিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্যশীল। কলেবর সংক্ষিপ্ত রাখার প্রয়োজনে তা উল্লেখ করা হয়নি।

শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে ইহসান (إِحْسَان)

ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ- একে অন্যের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের অর্থ হলো: শান্তিপূর্ণ ব্যক্তি ও পরিবারের গঠন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿إن الله يأمر بالعدل والاحسان... ﴾

নিশ্চয় আল্লাহ আদল (ন্যায়পরায়ণতা), ও ইহসানের নির্দেশ দিয়েছেন... (al-Qur'ān, 16:90)

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

إن الله كتب الإحسان على كل شيء...

নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ওপরে ইহসানকে আবশ্যক করেছেন...(al-Nasā'ī 2015, 4412)

এখানে উল্লিখিত 'সব কিছুর ওপরে' (على كل شيء) ব্যাপকার্থবোধক বাক্যাংশ। এতে মানবজীবনের সার্বিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এরই সূত্র ধরে বলা যায়, ইসলাম ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সার্বিক বিষয়ে ইহসান-এর নির্দেশনা প্রদান করেছে। প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে পর্যায়ক্রমে ব্যক্তির নিজ থেকে শুরু করে পরিবার ও সমাজে কিভাবে ইসলাম নির্দেশিত ইহসান-এর চর্চা করা যায় সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

ক. নিজের প্রতি ইহসান

ব্যক্তির নিজ থেকেই যে কোনো কিছুর শুরু হয়। পরিবার থেকে সমাজ, সমাজ থেকে রাষ্ট্র গঠন- সবকিছুর শুরুতেই রয়েছে ব্যক্তি স্বয়ং। ওহী নাযিলের শুরুতেও দেখা যায়, আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরিল আ. শুরুতে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেন: اِقْرَأْ। পরবর্তীতে আল্লাহর রাসূল ﷺ কে নিজ পরিবার ও জনসাধারণকে উদ্দেশ্য করে পর্যায়ক্রমে ইসলামের বার্তা পৌঁছানোর আদেশ দেয়া হয়েছে। এই বিষয়টি সামনে রেখেই শুরুতে ব্যক্তির নিজের প্রতি ইহসানের চর্চা ও প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা জরুরী।

মানুষ তার নিজের প্রতি কিভাবে ইসলাম নির্দেশিত ইহসান চর্চা করতে পারে- এ বিষয়টি অনুসন্ধান করতে গেলে শুরুতেই দেখা যায়, মানুষের ব্যক্তি জীবনের দুটি দিক রয়েছে। এর প্রথমটি হচ্ছে: অভ্যন্তরীণ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে: বাহ্যিক। নিম্নে এই দুই ক্ষেত্রে ইহসানের চর্চা নিয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

▪ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইহসান

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইহসান করার অর্থ হলো: নিজের অন্তরকে কদর্যতা, কুপ্রবৃত্তি ও কলুষ মুক্ত রাখা। কেননা অন্তর কলুষিত হওয়ার অর্থই হলো ব্যক্তির সামগ্রিক অবক্ষয় ও অধঃপতন। যেমনটি আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন,

﴿قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا﴾

সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে। আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে, যে তা কলুষিত করেছে (al-Qur'ān, 91:9-10)

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

ألا وإن في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب

জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি অংশ আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে অংশটি হচ্ছে 'কলব' (অন্তর)। (al-Bukhārī 2015, 52)

অন্তরকে কুপ্রবৃত্তি ও কলুষ মুক্ত রাখার অন্যতম উপায় হলো আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রথমেই দরকার বিশুদ্ধ তাওহীদ তথা একত্ববাদ। কেননা শিরকমিশ্রিত ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ...﴾

কাজেই জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোনো ইলাহ নেই...(al-Qur'ān, 47:19)।

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ يَهْدِیْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ؕ وَ لَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

এটাই আল্লাহর হিদায়াত; তিনি তাঁর বান্দার মধ্যে যাকে চান এই পথে পরিচালিত করেন। কিন্তু তারা যদি শিরক করত, তাহলে তারা যা কিছুই করত, সবই ব্যর্থ হয়ে যেত(al-Qur'ān, 6:88)।

শিরকমুক্ত ইবাদতের অন্যতম পন্থা হলো বিশুদ্ধ দীনে ইব্রাহিমের অনুসরণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ مَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَّ اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا﴾

আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম, যে মুহসিন অবস্থায় আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে ? (al-Qur'ān, 4:125)

উক্ত আয়াতের মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি 'মুহসিন' অবস্থায় আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের আদর্শ অনুসরণ করে- সেই সর্বোত্তম।

আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো হলো: ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা ও যাকাত দেয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْحَكِيْمِ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِيْنَ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ﴾

এগুলো হিকমতপূর্ণ কিতাবের আয়াত- যা ইহসান অবলম্বনকারীদের জন্য হেদায়েত ও রহমতস্বরূপ। যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে। (al-Qur'ān, 31:2-4)

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اُتْلُ مَاۤ اُوْحِیَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ... ﴾

আপনার প্রতি নাযিলকৃত গ্রন্থ থেকে পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। (al-Qur'ān, 29:45)

মূলত অন্তরে বিদ্যমান কুপ্রবৃত্তির কারণেই ব্যক্তি অশ্লীল ও মন্দকাজের প্রতি আকর্ষিত হয়। সালাতের মাধ্যমে এই বিষয় থেকে দূরে থাকা সম্ভব হয় এবং অন্তরে প্রশান্তি আসে। অন্তরের প্রশান্তি সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ﴾

'আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়' (al-Qur'ān, 13:28)

সন্দেহ নেই যে, আল কুরআন পাঠ ও সালাত আদায় আল্লাহর স্মরণের অন্যতম উৎকৃষ্ট পন্থা। এছাড়াও অন্তরকে কলুষমুক্ত রাখার কার্যকরী উপায় হচ্ছে, অনর্থক বিষয়াদি থেকে দূরে থাকা। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه

ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য[৩] হলো অনর্থক বিষয় (কথা ও কাজ) বর্জন করা। (al-Tirmidhī 2015, 2317)

সুতরাং বলা যায়, আল্লাহর ইবাদত ও স্মরণের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি নিজের অন্তরের প্রতি ইহসান করতে পারে।

▪ বাহ্যিক ক্ষেত্রে ইহসান

ব্যক্তির বাহ্যিক যেসব ক্ষেত্রে ইহসান এর চর্চা করা প্রয়োজন সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে:

১. পরিচ্ছন্নতা

অন্তরের পরিচ্ছন্নতার সাথে সাথে বাহ্যিক অবয়বেও পরিচ্ছন্ন থাকা জরুরী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

আর আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করুন। (al-Qur'ān, 74:4)

আল্লাহ তাআলা পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিদের পছন্দ করেন। মদীনার কুবা'বাসীদের প্রশংসায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُوْمَ فِيْهِ ؕ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ﴾

প্রথম দিন থেকেই যে মসজিদের ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত, আপনার দাঁড়ানোর জন্য সেটাই অধিক উপযুক্ত, সেখানে এমন সব লোক আছে যারা পবিত্রতা লাভ করতে ভালবাসে, আর আল্লাহ পবিত্রতা লাভকারীদের ভালবাসেন। (al-Qur'ān, 9:108)

২. সুস্থ থাকা

বাহ্যিকভাবে নিজের প্রতি একজন ব্যক্তি সবচেয়ে বড় যে ইহসান করতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হলো, শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য চেষ্টা করা। এটি ব্যক্তির প্রতি

৩. অর্থাৎ তার উত্তম মুসলিম হওয়ার একটি চিহ্ন ।

ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও বটে। এমনকি ইবাদতের ক্ষেত্রেও নিজের শারীরিক সুস্থতার দিকে খেয়াল রাখার কথা বলা হয়েছে। যেমন এক হাদীসে আমরা দেখি, আল্লাহর রাসূল ﷺ এর এক সাহাবী দিনভর রোযা রাখতেন এবং সারারাত নফল নামায পড়তেন। এটা জানতে পেরে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে এতো কঠোর ইবাদত থেকে বারণ করে বলেন,

فَلاَ تَفْعَلْ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَ إِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا...

এরূপ করবে না। (বরং মাঝে মাঝে) রোযা পালন কর আবার ছেড়েও দাও। (রাতে) সালাত আদায় কর আবার ঘুমাও। কেননা তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার চোখের হক রয়েছে...(al-Bukhārī 2015, 1975)

এছাড়াও একজন সুস্থ-সবল বিশ্বাসী বান্দা একজন দুর্বল বান্দার চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير...

শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের তুলনায় আল্লাহর কাছে উত্তম ও অধিক প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে... (Muslim 2015, 2664)

কোনো কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে সাধ্যানুযায়ী চিকিৎসা গ্রহণ করাও ইসলামের নির্দেশ। একবার একদল লোক আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কাছে এসে চিকিৎসা গ্রহণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ﷺ জবাবে বলেন,

نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ! تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً إِلاَّ دَاءً وَاحِدًا . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ

হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা করবে। আল্লাহ এমন কোনো রোগ সৃষ্টি করেননি যার কোনো প্রতিষেধক তিনি রাখেন নি। কিন্তু একটি রোগের কোনো প্রতিষেধক নেই। তাঁরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটি কী? তিনি বললেন, বার্ধক্য। (al-Tirmidhī 2015, 2038)

৩. নিজের জন্য খরচ করা

বৈধ উপায়ে অপচয় ও অপব্যয় ছাড়া নিজের জন্য খরচ করাও ইহসানের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর এক সাহাবীকে লক্ষ্য করে বলেন,

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ

প্রথমে নিজের জন্য খরচ কর। তারপর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা তোমার পরিবারের জন্য...(al-Nasā'ī 2015, 4652)

নিজের জন্য খরচের মধ্যে রয়েছে উত্তম খাদ্য ও মানসম্মত শালীন পোষাক পরিধান করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يٰبَنِيْۤ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ করো এবং খাও ও পান করো কিন্তু অপচয় করো না, অবশ্যই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। (al-Qur'ān, 7:31)

ব্যক্তি নিজের জন্য খরচ করার মাধ্যমে আল্লাহর নিয়ামতের প্রকাশ ঘটায় যা আল্লাহ পছন্দ করেন। হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

আল্লাহ এটা পছন্দ করেন যে, বান্দার উপর তাঁর নিয়ামতের চিহ্ন দেখা যাবে। (al-Tirmidhī 2015, 2819)

অনেকে নিজের জন্য সুন্দর পোষাক পরাকে অহংকারী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ মনে করে থাকেন। ইসলামের দৃষ্টিতে সুন্দর পোষাক পরা অহংকার নয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ . قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً . قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তখন এক লোক বলল, কোনো লোক পছন্দ করে তার পোষাক উত্তম হোক, তার জুতা সুন্দর হোক। তিনি ﷺ বললেনঃ অবশ্যই আল্লাহ সুন্দর, সুন্দরকে ভালবাসেন। অহংকার হলো: সত্যকে না মানা, মানুষকে অবজ্ঞা করা।(Muslim 2015, 91)

সুতরাং বোঝা গেল, নিজের জন্য বৈধভাবে খরচ করাও ইসলামের শিক্ষার অংশ। উপরিউক্ত আলোচনায় আল কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন বক্তব্যের আলোকে নিজের প্রতি ইহসানের বহুমাত্রিক রূপ উপস্থাপন করা হয়েছে যা একটি সমৃদ্ধ পরিবার গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

খ. পরিবারের প্রতি ইহসান

পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে পরিবার গঠিত হয়। এদের প্রত্যেকের প্রতি ইহসানের নির্দেশনা কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে পর্যায়ক্রমে পিতা-মাতা ও স্ত্রী-সন্তানের প্রতি ইহসানের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হলো।

▪ পিতা-মাতার প্রতি ইহসান

পিতা-মাতার প্রতি ইহসানের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা সরাসরি নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْۤا اِلَّاۤ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا...﴾

আর আপনার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে...(al-Qur'ān, 17:23)

এখানে আল্লাহ তাআলা শুধু ইহসানের নির্দেশই দেননি বরং তাঁদের সাথে ইহসান করার ধরনও উক্ত আয়াতের পরবর্তী অংশে বলে দিয়েছেন।

﴿اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا﴾

তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে

সম্মানজনক কথা বল। আর তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও আর বল, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন (al-Qur'ān, 17:23-24)।

এছাড়াও পিতামাতার প্রতি ইহসানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তাঁদের জন্য খরচ করা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَسْـَٔلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُوْنَ. قُلْ مَاۤ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ...﴾

আপনাকে লোকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কী ব্যয় করবে? বলে দিন, সৎকাজে যা-ই ব্যয় কর, তা তোমাদের মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্ত মুসাফিরদের প্রাপ্য... (al-Qur'ān, 2:215)।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ وَالِدِي يَحْتَاجُ مَالِي؟ قَالَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ

এক ব্যক্তি নবী ﷺ এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদও আছে সন্তানও আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন, তুমি এবং তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে খেতে পারো (Abū Dāwūd 2015, 3530)।

সুতরাং উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীস থেকে পিতা-মাতার প্রতি ইহসানের যে নির্দেশনা পাওয়া যায় তা হলো:

এক. বৃদ্ধাবস্থায় তাঁদের কোনো কাজকর্মে বিরক্তি প্রকাশ না করা।

দুই. রাগারাগি ও ধমকাধমকি না করা।

তিন. নম্রস্বরে কথা বলা

চার. তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা।

পাঁচ. তাঁদের জন্য সাধ্যমত খরচ করা।

▪ স্ত্রীর প্রতি ইহসান

আল্লাহ তাআলা মানুষকে জোড়া হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং পরস্পরের মাঝে প্রশান্তি রেখেছেন। আল কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ وَ مِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে (al-Qur'ān, 30:21)।

মূলত আল্লাহর প্রদত্ত এই ভালবাসা ও দয়ার উপর ভিত্তি করেই পরিবার গড়ে ওঠে। এ কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ইহসান তথা সদাচারণের গুণ থাকা জরুরী। স্ত্রীদের প্রতি উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا﴾

আর তোমরা তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে; তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ (al-Qur'ān, 4:19)।

স্ত্রীর সাথে ইহসানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক হলো:

এক. তাদের মোহরানা পরিশোধ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ اٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ...﴾

আর তোমরা নারীদেরকে সন্তুষ্টচিত্তে তাদের মোহর দিয়ে দাও... (al-Qur'ān, 4:4)

দুই. স্ত্রীদের ভরণ-পোষণে 'ইহসান' করা। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

أَلاَ وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنّ

জেনে রাখ, তোমাদের উপর তাদের অধিকারহল, তোমরা ভরণ-পোষণে তাদের প্রতি ইহসান করবে। (al-Tirmidhī 2015, 1163)

তিন. ঘরের কাজে সাধ্যানুসারে সাহায্য করা। তাবেয়ী আসওয়াদ রহ. বর্ণনা করেন,

سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ قَالَتْ كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ . تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ . فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ

আমি আয়িশা রা. কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বললেন, ঘরের কাজ-কর্মে ব্যস্ত থাকতেন। অর্থাৎ পরিজনের সহায়তা করতেন। আর নামাযের সময় হলে চলে যেতেন। (al-Bukhārī 2015, 676)

এমনকি বিচ্ছেদেও স্ত্রীর প্রতি ইহসান করতে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ﴾

'তালাক দু'বার। অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে অথবা 'ইহসান' এর সাথে ছেড়ে দেবে'। (al-Qur'ān, 2:229)

বিচ্ছেদের সময় ইহসানের একটি রূপ হলো, তাদেরকে মহরানা স্বরূপ যা প্রদান করা হয়েছে তা ফিরিয়ে না নেয়া। এ বিষয়টির দিকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ اِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّ اٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْـًٔا﴾

আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী পরিবর্তন করতে ইচ্ছা কর এবং তাদের একজনকে প্রচুর ধন-সম্পদ প্রদান করেও থাক তবুও তোমরা তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না...(al-Qur'ān, 4:20)

ইহসানের মাধ্যমেই দাম্পত্য বন্ধন মজবুত হয়। আর এ কারণে শান্তিপূর্ণ পরিবার গঠনে স্ত্রীর সাথে ইহসান করা গুরুত্ব অপরিসীম।

- **সন্তানের প্রতি ইহসান**

সন্তানেরা পার্থিব জীবনের শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। পবিত্র কুরআনে সন্তানদেরকে পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا ...﴾

ধনৈশ্বর্য এবং সন্তান সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য। (al-Qur'ān, 18:46)

সন্তানের প্রতি ইহসানের ক্ষেত্রগুলো হলো:

(ক) ভ্রুণাবস্থায় তাদেরকে হত্যা না করা।

﴿وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ اِيَّاكُمْ ؕ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا﴾

অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমিই তাদেরকে রিযক দেই এবং তোমাদেরকেও। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। (al-Qur'ān, 17:31)

(খ) কন্যা শিশুর আগমনের সংবাদে হতাশ না হওয়া

অনেকেই কন্যা শিশুর আগমনে হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে। এটা সম্পূর্ণ ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থি। কেননা পুত্র-কন্যা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

﴿لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

আসমান-যমীনের রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা পুত্র ও কন্যা উভয়ই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি তো সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। (al-Qur'ān, 42:49-50)

বস্তুত কন্যা শিশুর জন্ম সংবাদে হতাশা প্রকাশ করা অজ্ঞ লোকদের স্বভাব। আরবের জাহেলী যুগের মানুষদের এই মানসিকতাকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ﴾

আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে, সে জন্য লজ্জায় মানুষ থেকে মুখ লুকায়। সে চিন্তা করে:অপমান মাথায় করে তাকে রেখে দেবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। হায়! তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না জঘন্য! (al-Qur'ān, 16:58-59)

(গ) ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা

সন্তানের উপর সবচেয়ে বড় ইহসান হলো তাকে ইসলামের মূলনীতির আলোকে গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে প্রথমেই রয়েছে ইসলামের মৌলিক আকিদা যেমন, তাওহীদ, রিসালত, আখিরাত ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً ...﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর...(al-Qur'ān, 66:6)

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾

এবং আপনার নিকটতম স্বজনদের সতর্ক করুন (al-Qur'ān, 26:214)

মৌলিক আকিদার পরে সর্বপ্রথম যে বিধিবিধান শিক্ষা দিতে হবে তা হচ্ছে নামায। আল্লাহর বাণী:

﴿وأْمُر أهلك بالصلاة واصطبر عليها﴾

আর আপনার পরিবার-পরিজনকে নামায আদায়ের আদেশ দিন এবং নিজেও তার উপর অবিচল থাকুন। (al-Qur'ān, 20:132)

এছাড়া ইসলামের সার্বিক মূলনীতির আলোকে তাকে সুন্দর আদব শিক্ষা দেয়াও তার উপর ইহসান করার সমতুল্য। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نَحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার চেয়ে বেশী উত্তম কোনো জিনিস দিতে পারে না। (al-Tirmidhī 2015, 1952)[৪]

(ঘ) সন্তানের সার্বিক কল্যাণের জন্য দুআ করা

সন্তানের উপর ইহসানের অন্যতম উপায় হচ্ছে তাদের হেদায়াত ও বরকতের জন্য দুআ করা। যারা সন্তানের জন্য দুআ করে তাদেরকে কুরআনে 'ইবাদুর রহমান' (عِبَادُ الرَّحْمٰنِ)তথা 'রহমানের বান্দা'দের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ...﴾

(রহমানের বান্দা তারা) যারা প্রার্থনা করে: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন সঙ্গী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চোখ জুড়িয়ে দেয় (al-Qur'ān, 25:74)

এছাড়া সন্তানদের জন্য দুআ করা নবীদের সুন্নতও বটে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইব্রাহিম আ. এর দুআ উল্লেখ করে বলেন,

﴿وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِيْ وَ بَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ﴾

আর স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম বলেছিলেন, হে আমার রব! এ শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার পুত্রদেরকে মূর্তিপূজা হতে দূরে রাখুন। (al-Qur'ān, 14:35)

আনাস ইবনে মালিক রা. এর জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ দুআ করেছিলেন:

اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه

ইয়া আল্লাহ! আপনি তার মাল ও সন্তান বাড়িয়ে দিন, আর আপনি তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন। (al-Bukhārī 2015, 6378)

[৪]. ইমাম তিরমিযী রহ. এ হাদীসটিকে حَدِيثٌ غَرِيبٌ (গরীব হাদীস) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসের মাধ্যমে পরিবারের প্রতি ইহসানের বিভিন্ন রূপ তুলে ধরা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের প্রতি ইহসানের মাধ্যমেই শান্তিময় পরিবার গঠন সম্ভব হয় যা সমাজের স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

গ. সামাজিক পরিমণ্ডলে ইহসান

পূর্বে উল্লেখিত ব্যক্তি ও পারিবারিক ক্ষেত্র থেকে সামাজিক পরিমণ্ডলের ব্যাপ্তি প্রশস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই ইহসানের চর্চাও সামাজিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত হবে। সামাজিক পরিমণ্ডলের কোন কোন ক্ষেত্রে ইহসান চর্চা করা যায়- এ আলোচনার পূর্বে পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ৩৬ নং আয়াতের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِي الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا﴾

তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর ইহসান কর মাতা-পিতার সাথে, নিকটাত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকটাত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিককে ভালবাসেন না। (al-Qur'ān, 4:36)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা সরাসরি যাদের প্রতি ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন তাদের প্রতি ইহসানের স্বরূপ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই প্রবন্ধের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হবে। ইতোমধ্যে পিতা-মাতা ও স্ত্রী-সন্তানের প্রতি ইহসানের আলোচনা উল্লিখিত হয়েছে। বাকিদের আলোচনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- **নিকটাত্মীয়ের সাথে ইহসান**

নিকটাত্মীয় বা রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের সাথে ইহসান করার প্রথম উপায় হচ্ছে, প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তাদের সাথে সম্পর্ক বহাল রাখা, ছিন্ন না করা। সম্পর্ক ছিন্নের ব্যাপারে হুশিয়ারী দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْۤا اَرْحَامَكُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَ اَعْمٰۤى اَبْصَارَهُمْ﴾

সুতরাং অবাধ্য হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে সম্ভবত তোমরা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ লানত করেছেন, ফলে তাদেরকে বধির ও তাদের দৃষ্টিসমূহকে অন্ধ করে দিয়েছেন।(al-Qur'ān, 47:22)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি ও আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করাকে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মীয়তা রক্ষা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

আত্মীয়দের সাথে ইহসান করার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. তাদের জন্য সাধ্যানুসারে ব্যয় করা। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে বলেন,

﴿وَ اٰتِ ذَاالْقُرْبٰى حَقَّهٗ...﴾

আর আত্মীয়-স্বজনকে তাদের প্রাপ্য অধিকার দাও(al-Qur'ān, 17:26)

আল্লাহর রাসূল ﷺ অভাবী ও দরিদ্র আত্মীয়দের জন্য খরচ করলে দ্বিগুণ প্রতিদানের ঘোষণা দিয়েছেন। হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে:

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

মিসকীনকে দান করার মধ্যে শুধু সাদাকার সওয়াব রয়েছে আর আত্মীয়-স্বজনকে দান করার মধ্যে দুটি সওয়াব রয়েছে, দান করার সওয়াব এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার সওয়াব। (al-Nasā'ī 2015, 2582)

২. তাদের ব্যাপারে সবর করা। অর্থাৎ, তারা কাজ ও কথার মাধ্যমে কষ্ট দিলেও সে ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। আবু হুরাইরা রা. বর্ণনা করেন,

أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلُم عنهم ويجهلون عليّ، فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تُسِفُّهم المَلّ، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك

এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আত্মীয়-স্বজন আছেন। আমি তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ রক্ষা করি; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে রাখে। আমি তাদের উপকার করি; কিন্তু তারা আমার অপকার করে। আমি তাদের সঙ্গে সহনশীল ব্যবহার করি আর তারা আমার সঙ্গে মূর্খতার আচরণ করে। তখন তিনি বললেনঃ তুমি যা বললে, যদি প্রকৃত অবস্থা তাই হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। সর্বদা তোমার সঙ্গে আল্লাহর তরফ থেকে তাদের বিপক্ষে একজন সাহায্যকারী (ফিরিশতা) থাকবে, যতক্ষণ তুমি এই অবস্থায় বহাল থাকবে। (Muslim 2015, 2558)

উপরিউক্ত হাদীস থেকে যেমন আত্মীয়দের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণকারীর মর্যাদা জানা যায় তেমনিভাবে আত্মীয়ের সাথে দুর্ব্যবহারের পরিণতি সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।

- **এতিমের প্রতি ইহসান**

পিতৃহীন নাবালক সন্তানকে এতিম (يتيم) বলে। আবু মানসুর আল হারাউই (মৃ. ৩৭০ হি.) বলেন,

قال الليث: اليتيم الذي مات أبوه فهو يتيم حتى يبلغ، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم، واليتيم من قبل الأب في بني آدم

লাইস বলেছেন, যার পিতা মারা গিয়েছে সে বালেগ না হওয়া পর্যন্ত এতিম। বালেগ হয়ে গেলে তাকে এতিম বলা হবে না। আর বনী আদমের মধ্যে এতিম অবস্থা পিতার কারণে হয়ে থাকে।[৫] (al-Harawī 2001, 14:214)

৫. পিতার কারণে এতিম হওয়ার বিষয় সম্পর্কে জুরজানি রহ. বলেন,

لأن نفقته عليه لا على الأموفي البهائم: اليتيم: هو المنفرد عن الأم؛ لأن اللبن والأطعمة منها

এতিমের উপর ইহসানের প্রথমেই রয়েছে তাদের সাথে নম্র ও কোমল আচরণ করা, কঠোর না হওয়া। আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূল ﷺ কে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

﴿فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ﴾

কাজেই আপনি ইয়াতিমের প্রতি কঠোর হবেন না (al-Qur'ān, 93:9)।

এতিমকে খাদ্য দেয়াও তার প্রতি ইহসানের অর্ন্তভুক্ত। আল্লাহর বাণী:

﴿وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا﴾

আর তারা আল্লাহর প্রতি তাদের ভালবাসার কারণে মিসকীন, ইয়াতীম ও কয়েদীকে খাবার খাওয়ায়। তারা বলে: 'আমরা তোমাদেরকে খাবার খাওয়াচ্ছি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য, আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না, চাই না কোন কৃতজ্ঞতা (al-Qur'ān, 76:8-9)।

এতিমের প্রতি ইহসানের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে, তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা এবং তারা যদি সম্পদশালী হয়, তবে যথাযথভাবে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা। আল্লাহ তাআলা এ বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়ে বলেন,

﴿وَ ابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰۤى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْۤا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ ۚ وَ لَا تَاْكُلُوْهَاۤ اِسْرَافًا وَّ بِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ؕ وَ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَ مَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ؕ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا﴾

আর এতিমদেরকে যাচাই করবে যে পর্যন্ত না তারা বিয়ের যোগ্য হয়; অতঃপর তাদের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞান দেখতে পেলে তাদের সম্পদ তাদেরকে ফিরিয়ে দাও। তারা বড় হয়ে যাবে বলে অপচয় করে তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেল না। যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে বিত্তহীন সে যেন সংযত পরিমাণে ভোগ করে অতঃপর তোমরা যখন তাদেরকে সম্পদ ফিরিয়ে দিবে তখন সাক্ষী রেখো। আর হিসেব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট (al-Qur'ān, 4:6)।

এতিমদের সম্পদ রক্ষণের বিষয়টি মুসা ও খিযির আ. এর ঘটনাতেও উঠে এসেছে। খিযির আ. তাঁর কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

﴿وَ اَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِى الْمَدِيْنَةِ وَ كَانَ تَحْتَهٗ كَنْزٌ لَّهُمَا وَ كَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا ۚ فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَّبْلُغَاۤ اَشُدَّهُمَا وَ يَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا...﴾

আর ঐ প্রাচীরটি- সেটা ছিল নগরবাসী দুই এতিম বালকের এবং তার নীচে ছিল তাদের (পিতার রাখা) গুপ্তধন। আর তাদের পিতা ছিলেন সৎকর্মপরায়ণ। কাজেই আপনার রব তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ইচ্ছে করলেন যে, তারা বয়ঃপ্রাপ্ত হোক এবং তারা তাদের ধনভাণ্ডার উদ্ধার করুক...(al-Qur'ān, 18:82)।

সাহল ইবনু সাদ রা. হতে বর্ণিত,আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

কেননা তার ভরণপোষণের বিষয়টি পিতার উপর ন্যস্ত থাকে, মাতার উপরে নয়। আর চতুষ্পদ জন্তুর ক্ষেত্রে এতিম হলো যার মা নেই। কেননা দুধ এবং খাদ্য তার মাধ্যমেই আসে (al-Jurjānī 1983, 258)

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ، فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ". وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

'আমি ও এতিমের দেখাশুনাকারী জান্নাতে এভাবে (একত্রে) থাকব'। এ কথা বলার সময় তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলদ্বয় মিলিয়ে ইঙ্গিত করে দেখালেন। (al-Bukhārī 2015, 6005)

▪ মিসকীনের প্রতি ইহসান

মিসকীনরা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল ও অসহায় অংশ। ইসলামের দৃষ্টিতে মিসকীনদের প্রতি ইহসানের ক্ষেত্রগুলো হলো:

১. তাদেরকে ধমক না দেয়া। আল্লাহর বাণী:

﴿وَ اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾

এবং ভিক্ষুককে ধমক দিও না (al-Qur'ān, 93:10)।

২. তাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে না দেখা।

অবজ্ঞার কারণে সামাজিক অনুষ্ঠানে মিসকীনদের অংশগ্রহণের সুযোগ না দেয়া ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ এর সাহাবী আবু হুরাইরা রা. বলতেন,

بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهِ الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ

সে ওলীমার খাদ্য কতই না মন্দ যা খাওয়ার জন্য কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় আর মিসকীনদের তা থেকে বঞ্চিত করা হয় (Muslim 2015, 1432)।

৩. দান করে খোঁটা না দেয়া

মিসকীনের প্রতি দান-সদকা করে বলে বেড়ানো এবং তাদেরকে খোঁটা দিয়ে কষ্টদায়ক কথা বলা ঈমানদারদের কাজ নয়, বরং তা মুনাফিক ও রিয়াকারী তথা লোক দেখানো ইবাদতকারীদের অভ্যাস। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ الْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ...﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদকাকেনষ্ট করো ফেলো না সেই ব্যক্তির মত, যে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তার সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতিবিশ্বাস রাখে না ...(al-Qur'ān, 2:264)।

৪. সমাজে মিসকীনদের জন্য এমন কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তৈরী করা, যার উদ্দেশ্য থাকবে মিসকীনদের আর্থিক সহায়তা করা এবং তাদের কর্মসংস্থানের পথ দেখানো। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوٰى﴾

সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরের সহযোগিতা কর (al-Qur'ān, 5:2)।

কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সাবলম্বী হওয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ

কারো কাছে সাওয়াল করার চাইতে তোমাদের কারো পক্ষে এক বোঝা লাকড়ী সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে নেওয়া উত্তম। (যার কাছে চাইবে) সে দিতেও পারে অথবা নাও দিতে পারে (al-Bukhārī 2015, 2074)।

▪ প্রতিবেশীর প্রতি ইহসান

সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রতিবেশীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। কেননা প্রতিবেশীরা হচ্ছে বাড়ির কাছের লোক। প্রতিবেশীর পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লামা রাগিব রহ. বলেন,

الجار من يقرب مسكنه منك، وهو من الأسماء المتضايفة، فإن الجار لا يكون جاراً لغيره إلا وذلك الغير جار له، كالأخ والصديق

যার আবাসস্থল তোমার নিকটে সেই হচ্ছে প্রতিবেশী। এটি পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নামবাচক বিশেষ্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা একজন প্রতিবেশী যার প্রতিবেশী হবে সেই ব্যক্তিও তার প্রতিবেশী হবে[৬]। যেমন: ভাই ও বন্ধু (al-Rāghib 1412H, 211)।

ইসলামেও প্রতিবেশীর মর্যাদাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রতিবেশীর প্রতি ইহসান করার নির্দেশ সম্বলিত আয়াতটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসেও এ ব্যাপারে জোর দেয়া হয়েছে। এমনকি প্রতিবেশীর প্রত্যয়নের মাধ্যমেই মুহসিন হিসেবে গণ্য হওয়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল,

يا رسولَ اللهِ متى أكونُ مُحسِنًا ؟ قال: إذا قال جيرانُك: أنتَ مُحسِنٌ فأنتَ مُحسِنٌ

হে আল্লাহর রাসূল ! কখন আমি ইহসানকারী (মুহসিন) হব? তিনি ﷺ বললেন, যখন তোমার প্রতিবেশী বলবে, 'তুমি মুহসিন', তখন তুমি মুহসিন হবে (Ibn Ḥibbān 1993, 525)।

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ

জিবরীল আ. আমাকে প্রতিবেশী সম্পর্কে অনবরত উপদেশ দিয়েই যাচ্ছিলেন। এমনকি আমি ধারণা করছিলাম যে, তিনি অচিরেই তাকে ওয়ারিস বানিয়ে দিবেন (al-Bukhārī 2015, 6015)।

প্রতিবেশীর প্রতি ইহসানের মধ্যে রয়েছে:

১. তাকে কষ্টকর অবস্থায় না ফেলা।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ

যে আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়... (al-Bukhārī 2015, 6018)।

২. গৃহস্থালি বিষয় হতে উপকৃত হতে বাধা না দেয়া।

প্রতিবেশী যেহেতু বাড়ির পাশে অবস্থান করে সেহেতু বিভিন্ন গৃহস্থালি বিষয়ে একে অন্যের সাথে লেনদেনের ঘটনা ঘটে। এক্ষেত্রে সাধ্যানুসারে নিজের গৃহস্থালি বিষয় থেকে সে যেন উপকৃত হতে পারে সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা উচিত। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

৬. অর্থাৎ, 'ক' যদি 'খ' এর প্রতিবেশী হয়, তবে 'খ' ও 'ক' এর প্রতিবেশী হবে।

لاَ يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ

কোন প্রতিবেশী যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি পুঁততে নিষেধ না করে (al-Bukhārī 2015, 2463)।

৩. সাধ্যমত উপঢৌকন প্রদান করা।

প্রতিবেশীর সাথে ইহসানের অন্যতম একটি উপায় হলো সুযোগমত তাকে হাদিয়া-তোহফা প্রদান করা। আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর সাহাবী আবু যারকে লক্ষ্য করে বলেছেন,

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ

'হে আবূ যর! যখন তুমি তরকারী রান্না করবে তখন তাতে পানি বেশী দিবে (যাতে ঝোলের পরিমাণ অধিক হয়) এবং তোমার প্রতিবেশীর প্রতি লক্ষ্য রেখো' (Muslim 2015, 2625)।

সামান্য হলেও উপহার প্রদানে কুণ্ঠাবোধ করা যাবে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ

হে মুসলিম নারীগণ! এক প্রতিবেশী অন্য প্রতিবেশীকে অল্প পরিমাণ দান করাকে যেন তুচ্ছ মনে না করে, যদিও তা বকরীর একটি খুরও হয় (Muslim 2015, 1030)।

▪ সাথীর প্রতি ইহসান (الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ)

সূরা নিসার আয়াতে ৩৬ নং আল্লাহ তাআলা الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ(পার্শ্ববর্তী সাথী) এর প্রতি ইহসানের নির্দেশ দিয়েছেন। উক্ত শব্দ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে সে বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আলুসী রহ. (মৃ. ১২৭০ হি.) বলেন,

هو الرفيق في السفر، أو المنقطع إليك يرجو نفعك ورفدك، وكلا القولين عن ابن عباس، وقيل: الرفيق في أمر حسن- كتعلم وتصرف وصناعة وسفر- وعدوا من ذلك من قعد بجنبك في مسجد أو مجلس وغير ذلك من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه، واستحسن جماعة هذا القيل لما فيه من العموم

এটা হচ্ছে, সফরের সঙ্গী অথবা এমন বিশেষ সঙ্গী যে তোমার থেকে উপকৃত হওয়ার আশা করে। এই দুই মতই ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে। আরো বর্ণিত হয়েছে, (এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে) যে কোনো ভালো কাজ যেমন শিক্ষা, লেনদেন, শিল্পকর্ম ও সফর- ইত্যাদিতে যে সঙ্গী হয়। অনেকেই এর মধ্যে মসজিদে অথবা কোনো মজলিসে অথবা সামান্য সময়ের জন্য সাহচর্য অর্জিত হয়- এমন লোককেও অর্ন্তভুক্ত করেছেন। একদল বিদ্বান এই বক্তব্য পছন্দ করেছেন কেননা এতে ব্যাপকতার অর্থ রয়েছে (al-Alūsī ND, 5:29)।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায় যে, উক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা সহকর্মী, সহযাত্রী, সহপাঠী- ইত্যাদি সকলের প্রতিই ইহসান করার নির্দেশ দিয়েছেন। এদের প্রতি ইহসানের কিছু দিক নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. বসতে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রশস্ততা অবলম্বন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ...﴾

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও, তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিও, আল্লাহ তোমাদের জন্য স্থান প্রশস্ত করে দেবেন... (al-Qur'ān, 58:11)।

২. সহকর্মী ও সহপাঠীর ক্ষেত্রে সাধ্যমত সহযোগিতা করা। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

বান্দা যতক্ষণ তার ভাই এর সাহায্যে নিয়োজিত থাকে আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন (Muslim 2015, 2699)।

৩. হাসিমুখে কথা বলা। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ

প্রতিটি ভালকাজই সদকারূপে গণ্য। তোমার ভাইয়ের সাথে সহাস্য মুখে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির পানি দিয়ে তোমার ভাইয়ের পাত্র ভর্তি করে দেয়াও ভাল কাজের অন্তর্ভুক্ত (al-Tirmidhī 2015, 1970)।

▪ অধীনস্তদের প্রতি ইহসান

অধীনস্তদের মধ্যে রয়েছে গৃহকর্মী ও শ্রমিক শ্রেণির মানুষ। এদের প্রতি ইহসান করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজের জীবনে কখনো তাঁর অধীনস্তদের কাউকে আঘাত করেননি। তিনি শ্রমিকদের সাথে ভালো আচরণ করার ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তে উম্মতের জন্য শেষ ওসিয়তে বলেছেন:

الصَّلاَةَ الصَّلاَةَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

সালাত, সালাত (অর্থাৎ সালাত ঠিকভাবে আদায় করবে), এবং তোমরা তোমাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। (Abū Dāūd 2015, 5156)

অপর হাদীসে আল্লাহর রাসূল ﷺ গৃহকর্মীর সাথে সম্মানজনক আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلاَ تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

'তোমাদের গোলামেরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করেছেন। সুতরাং কারো ভাই যদি তার অধীনে থাকে তাহলে সে যেমন খায় তাকেও তেমন খাওয়ায়, সে যেমন পোষাক পরে তাকেও যেন তেমন পোষাক পরায়। আর তোমরা তাদের সাধ্যাতীত কোনো কাজ চাপিয়ে দিও না। যদি কষ্টকর কাজ করতে দাও তাহলে তোমরা সে কাজে তাদের সাহায্য করো (al-Bukhārī 2015, 30)।

উক্ত হাদীসের আলোকে অধীনস্তদের প্রতি ইহসানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ওঠে এসেছে। তা হলো:

এক. তাদের প্রয়োজনানুসারে ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা

দুই. তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কাজ তাদের দ্বারা না করানো।

এছাড়া আরো যেসব ক্ষেত্রে অধীনস্তদের প্রতি ইহসান করা উচিত তা হলো:

(ক) তাদের ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমা করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَمْ نَعْفُو عَنِ الْخَادِمِ؟ فَصَمَتَ، ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ، فَصَمَتَ، فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ: اعْفُوا عَنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা কাজের লোককে প্রতিদিন কতবার ক্ষমা করব? তিনি চুপ থাকলেন। লোকটি আবার একই প্রশ্ন করলে এবারও তিনি চুপ থাকলেন। তৃতীয় বার প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, প্রতিদিন সত্তর বার (Abū Dā'ūd 2015, 5164)।

(খ) সহনশীল আচরণ করা। আনাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تِسْعَ سِنِينَ فَمَا أَعْلَمُهُ قَالَ لِي قَطُّ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلاَ عَابَ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ

আমি নয় বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ এর খিদমত করেছি। আমার জানা নেই, তিনি কখনো আমায় বলেছেন, কেন তুমি এ কাজ করলে? আর কোনো ব্যাপারে আমাকে কখনো দোষারোপও করেননি (Muslim 2015, 2309)।

সার্বিক পর্যালোচনা

প্রবন্ধের সামগ্রিক আলোচনায় যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উঠে এসেছে তা হলো:

- ইহসান এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থকে বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়, এটি মানুষের বাহ্যিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পূর্ণতায় পৌঁছানোর একটি শরয়ী দিকনির্দেশনা।
- ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে ইহসান চর্চার যে বিস্তৃত পরিসর রয়েছে এবং এই বিস্তৃত পরিসরের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শরীয়তের কার্যকরি ও জীবনমুখী বক্তব্য রয়েছে, তা প্রবন্ধের আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে।
- মানবিক মূল্যবোধ ও সহমর্মিতার উপর ভিত্তি করে শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের দিকনির্দেশনার যুগোপযোগীতা ও যথার্থ দিকনির্দেশনা রয়েছে।

উপসংহার

প্রবন্ধের শেষান্তে এ কথা বলা যায় যে, ইহসান হলো ইবাদাতের চূড়ান্ত পর্যায়। এটা মানবীয় সুকুমার বৃত্তিকে সমুজ্জ্বল করে তোলে। একজন মুহসিন ব্যক্তি ইহসানের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আল্লাহর হক ও বান্দার হক- উভয়ই আদায় করতে সমর্থ হন। ইহসানের গুণাবলি অর্জন করা ছাড়া কখনও একজন ব্যক্তি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারে না। এটি প্রত্যেক মানুষের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।এ কারণে ব্যক্তি জীবন থেকে নিয়ে সামাজিক পর্যায়ে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ইসলাম নির্দেশিত ইহসানের প্রচার-প্রসার অতি জরুরী।

Bibliography

al-Qur'ān al-Karīm

Abū Dāwūd, Sulaymān Ibn Ash'ath Ibn Isḥāq al-Sijistānī. 2015. *Sunan Abī Dāwūd*.Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

al-Alūsī, Shihāb al-Dīn Maḥmūd Ibn 'Abd Allah al-Ḥusainī. ND. *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr al-Qu'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī

al-Bukhārī, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā'īl. 2015. *al- Ṣaḥīḥ.* Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

al-Harawī, Abū Manṣūr Muḥammad Ibn Aḥmad al-Azharī. 2001. *Tahdhīb al*-Lughah. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī

al-Jurjānī, 'Alī Ibn Muḥammad Ibn 'Alī al-Zain al-Sharīf. *al-Ta'rīfāt*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah

al-Nasā'ī, Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad Ibn Shu'aib Ibn 'Alī Ibn Sinān. 2015. *Sunan al-Nasā'ī*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

al-Rāghib, Abū al-Qāsim al-Ḥusain Ibn Muḥammadal-Aṣfahānī. 1412H. *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān*. Edited by: Ṣafwān 'Adnān . Damascus: Dār al-Qalam

al-Ṭayālisī, Abū Dāwūd Sulaimān Ibn Dāwūd Ibn al-Zārūd. 1419H. *Musnad Abī Dāwūd al-Ṭayālisī*. Edited by: Muḥammad Ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī. Egypt: Dār Hazar.

al-Tijkānī, Muḥammad al-Ḥabīb. 1990. *al-Iḥsān al-Ilzāmī fī al-Islām wa Taṭbīqātuh fī al-Maghrib*. al-Mamlakah al-Maghribiyyah

al-Tirmidhī, Abū 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā Ibn Sawratah Ibn Mūsā. 2015. *Sunan al-Tirmidhī*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

Ibn Baṭṭah, Abū 'Abd Allah 'Ubaidullah Ibn Muḥammad Ibn Ḥamdān al-'Ukbarī. 1415H. *al-Ibānah al-Kubrā*. Riyad: Dār al-Rāyah

Ibn Fāris, Abū al-Ḥasain Aḥmad. 1979. *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Edited by: 'Abd al-Salām Muḥammad Hārūn. Beirut: Dār al-Fikr

Ibn Ḥibbān, Abū Ḥātim Muḥammad al-Bustī. 1993. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān bi Tartīb Ibn Balbān*. Edited by: Shu'aib al-Arnawūṭ. Bairut: Muassasah al-Risālah

Ibn Manẓūr, Muḥammad Ibn Mukrim al-Afrīqī. ND. *Lisān al-'Arab*. Beirūt: Dār Ṣādir

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qushairī al-Naisābūrī. 2015. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.